

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

47425 - বনে-নামাযীকে দাওয়াত দয়ো ও বদিাতীর সাথে মুয়ামালাতরে আদর্শ পদ্ধতি

প্রশ্ন

প্রশ্ন: বনে-নামাযীকে দাওয়াত দয়োর আদর্শ পদ্ধতি কী? বদিাতী সম্পর্কও কী বলবেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

নামায আদায় ও অন্যান্য ইবাদত পালনরে দাওয়াত দয়োর ক্ষেত্রে টার্গেটকৃত ব্যক্তির অবস্থা দেখতে হবে, তার সাথে উৎসাহপ্রদান ও ভীতপ্রদর্শন এ দুটো পদ্ধতির কোনটি উপযোগী সটো বিবেচনায় রাখতে হবে। যদিও শরয়িতরে সাধারণ নীতি হচ্ছে উভয় পদ্ধতি একত্রে প্রয়োগ করা। তাছাড়া দাওয়াতরে টার্গেটকৃত ব্যক্তির অগ্রসরতা কথিবা পছিটান, ওয়াযরে দ্বারা প্রভাবতি হওয়া কথিবা না-হওয়া এ বিষয়গুলোও বিবেচনায় রাখতে হবে।

দুই:

বনে-নামাযীকে দাওয়াত দয়োর আদর্শ পদ্ধতি সংক্ষেপে নম্নরূপ:

১। তাকে স্মরণ করয়িে দয়ো যাে, নামায একটি ফরয ইবাদত এবং ঈমানরে পর নামায ইসলামরে সবচেয়ে মহান রুকন।

২। তাকে নামাযরে কিছু ফযলিত অবহতি করা; যমেন- আল্লাহ বান্দার উপর যা কিছু ফরয করছেন তার মধ্যে নামায সর্বোত্তম। রবরে নকৈট্য হাছলি্রে সর্বোত্তম মাধ্যম নামায। ধর্মীয় ইবাদতগুলোর মধ্যে বান্দার কাছ থেকে সর্বপ্রথম নামাযরে হিসাব নয়ো হবে। কবরি গুনাহ থেকে বরিত থাকলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায এর মধ্যবর্তী সকল পাপ মোচন করে। একটমাত্র সজেদার মাধ্যমে বান্দার এক ধাপ মর্যাদা সমুন্নত হয় এবং একটি পাপ মোচন হয়...ইত্যাদি নামাযরে ফযলিতরে ব্যাপারে আরও যা কিছু বর্ণতি হয়ছে। এর মাধ্যমে আশা করি, তার অন্তর খুলে যাবে এবং নামায তার চক্ষুশীতলে পরণিত হবে, যভেবে নামায নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহু ওয়া সাল্লামরে চক্ষু শীতল ছিল।

৩। নামায বর্জনকারীর ব্যাপারে যে কঠোর শাস্তি বর্ণতি হয়ছে এবং আলমেগণ নামায বর্জনকারী কাফরে হয়ে যাওয়া ও

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

মুরতাদ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে যে মতভেদে করছেন তাকে সবে সব অবহতি করা। নামায বর্জনকারীকে ইসলাম স্বাধীনভাবে সমাজে বসবাস করার সুযোগ দিয়ে না- তাকে এটি জানিয়ে দয়া। কারণ নামায বর্জনকারীর ক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে তাকে নামাযের দিকে আহ্বান করা। যদি সবে উপর্যুপরি নামায বর্জন করতই থাকে তাহলে ইমাম আহমাদ ও তার মতানুসারীদের মাযহাব অনুযায়ী তাকে মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা হবে। ইমাম মালিকে ও শাফেরি মাযহাব মতে, তাকে হদ্দ বা শরয়ী শাস্তি হিসেবে হত্যা করা হবে। আর ইমাম আবু হানফির মাযহাব মতে, তাকে গ্রেফতার করা হবে ও জলে পাঠানো হবে। তাকে মুক্তভাবে ছেড়ে দেওয়ার কথা আলমেগণের কউই বলেননি। নামায বর্জনকারীকে বলা হবে: আপনি কি এতে সন্তুষ্ট যে, আলমেগণ আপনার কাফরে হওয়া, কিংবা আপনাকে হত্যা করা কিংবা গ্রেফতার করা নিয়ে মতভেদে করুক?!

৪। তাকে আল্লাহর সাক্ষাত, মৃত্যু ও কবররে কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। নামায বর্জনকারীর যে, খারাপ মৃত্যু হয় ও কবররে আযাব হয় তাকে সঠিক স্মরণ করিয়ে দেয়া।

৫। নরিধারতি সময় এর চয়ে দরৌতে নামায আদায় করা কবরি গুনাহ্। “তাদের পরে এল অযোগ্য উত্তরসূরীরা, তারা সালাত নষ্ট করল এবং কুপুবৃত্তির অনুবর্তী হল। কাজইে অচরিইে তারা গাইয়য (কষতগ্রিস্ততার) সম্মুখীন হবে।” [সূরা মারিয়াম, আয়াত: ৫৯] ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন: ‘গাইয়য’ হচ্ছে জাহান্নামের একটি উপত্যকা; যটো সুগভীর ও এর স্বাদ মন্দ। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “সসেব নামাযীদের জন্য ধ্বংস যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে গাফলে” [সূরা মাউন, আয়াত: ৪,৫]

৬। ব-নামাযীকে কাফরে ঘোষণা করার যে অভিমত রয়েছে এর ভিত্তিতে মহা জটিল কিছু বিষয় ঘটবে সেগুলো তাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া। যমেন, তারা ববাহ বাতলি হয়ে যাবে, ববাহকি সম্পর্ক ও স্তরীর সাথে সংসার করা হারাম হয়ে যাবে, মৃত্যুর পর তাকে গোসল করানো হবে না, তার জানায়ার নামায পড়ানো হবে না। যে দললিগুলো ব-নামাযীর কাফরে হওয়া প্রমাণ করে এর মধ্যে রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “কোন ব্যক্তির মাঝে এবং শরিক ও কুফরের মাঝে সংযোগ হচ্ছে সালাত বর্জন।” [সহি মুসলিম (৮২)] তিনি আরও বলেছেন: “আমাদের ও তাদের মধ্যে চুক্তি হলো নামাযের। সুতরাং যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করল, সে কুফর করল।” [জামে তরিমযী (২৬২১), সুনানে নাসাঈ (৪৬৩), সুনানে ইবনে মাজাহ (১০৭৯)]

৭। তাকে নামায সংক্রান্ত, নামায বর্জনকারী ও অবহলোকারীর শাস্তি সংক্রান্ত কিছু পুস্তকি ও ক্যাসটে উপহার দেওয়া।

৮। উপর্যুপরি সবে নামায ত্যাগ করত থাকলে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ করা ও তাকে হুমকি-ধমকি দেওয়া।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আর বদাতিৰ বদাতৰে প্ৰকাৰ ও মাত্ৰাৰ ভিত্তিতে তাৰ সাথে আচৰণ ভিন্ ভিন্ হব। এক্ষত্ৰে কৰণীয় হচ্ছ- তাকে নসীহত কৰা, আল্লাহ্ৰ দকি আহ্বান কৰা, তাৰ সামনে দলিল-প্ৰমাণ উপস্থাপন কৰা, তাৰ সন্দেহে-সংশয় দূৰ কৰা। এৰ পরেও সৰে যদািতাৰ বদাত চালয়ি যতে থাকে তাহলে তাৰ সাথে সম্পৰ্কচ্ছদে কৰলে যদসিটো ফলপ্ৰসু হয় তাহলে তাৰ সম্পৰ্কচ্ছদে কৰা ও তাকে হুমকি-ধমকিদয়। কোন লোককে বদাতী বলাৰ আগে নশ্চিত হওয়া জৰুরী। এক্ষত্ৰে আলমেদরে শরণাপন্ন হওয়া এবং বদাত ও বদাতকাৰীৰ মধ্যে পাৰ্থক্য কৰা উচিত। কোনা হতে পাৰে ব্যক্তি অজ্ঞতা কথিা ভুল ব্যাখ্যাৰ কাৰণে তাৰ অজুহাত গ্ৰহণযোগ্য।

আরও জানতে দেখুন শাইখ সাঈদ বনি নাছরে আল-গামদেরি লখিতি “হাক্বীকাতুল বদাআহ্ ওয়া আহকামুহা”

আল্লাহ্ই ভাল জাননে।